মেহেরপুরে তারুণ্যের মেলা অনুষ্ঠিত

মেহেরপুরে তরুণদের কর্মসংস্থান বৃদ্ধি ও সরকারি সুযোগ আরও সহজে পাওয়ার লক্ষ্যে,“আমিও জিততে চাই” এই আলোকে তারুণ্যের মেলা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ মঙ্গলবার (২৭ ফেব্রুয়ারি) সকাল সাড়ে ১০ টার দিকে জেলা শিল্পকলা একাডেমীতে তারুণ্যের মেলার উদ্বোধন করেন পাবলিক প্রসিকিউটর ও জেলা আওয়ামী লীগের আইন বিষয়ক সম্পাদক এ্যাডভোকেট পল্লব ভট্টাচার্য।

এসময় উপস্থিত ছিলেন জাতীয়তাবাদী আইনজীবী ফোরামের সাধারণ সম্পাদক এএস এম সাইদুল রাজ্জাক, বিএনপির ছাত্র বিষয়ক সম্পাদক সাইদুর রাজ্জাক, জেলা আওয়ামী লীগের প্রচার সম্পাদক আকবর জালাল, জেলা মহিলা দলের সাইয়্যেদেতুন্নসা নয়ন, জেলা ছাত্রদলের সিনিয়র সহ-সভাপতি আলমগীর হোসেন, জেলা ছাত্রলীগের দপ্তর সম্পাদক মোঃ. ইব্রাহিমসহ মাল্টিপার্টি এ্যাডভোকেসি ফোরামের সদস্যরা। তারুণ্যের মেলায় বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও যুব সংগঠনের শতাধিক তরুন অংশগ্রহণ করে।এসময় নাগরিক ইস্যু নিয়ে বিতর্ক, কুইজ ও ভিডিও বার্তা তৈরির প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়।

অংশগ্রহণকারী তরুণরা বলেন, একদিকে চাকুরীর সুযোগ যেমন কম অপরদিকে উদ্যোক্তা হতেও রয়েছে জটিল সব প্রতিবন্ধকতা ।তরুণদের প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা ও সহজ ঋণ সুবিধার দাবি জানান তারা।

রুবাইয়াত হাসান আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক ডেমোক্রেসি ইন্টারন্যাশনাল রেজিওনাল কো-অরডিনেটর মো: ইয়াসিন আরাফাত ও সিলমী সাদিয়া ইলেকটোরাল প্রোগ্রাম এসিসট্যানট সহ সকলে উপস্থিত ছিলেন।

গাংনী থানা পুলিশের অভিযানে মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত আসামি প্যাডি গ্রেফতার

দৈনিক বণিক বার্তার বিজ্ঞাপন বিভাগের সহকারী ব্যবস্থাপক জাহাঙ্গীর আলম কাওছার (৩৮) হত্যা মামলার প্রধান আসামি (মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত) ফয়সাল হোসেন ওরফে প্যাডিকে গ্রেফতার করেছে গাংনী থানা পুলিশ।

গোপন সংবাদের ভিত্তিতে গাংনী থানা পুলিশের একটি টিম র্যাব-২ শেরেবাংলা নগরনগরের সহযোগিতায় ঢাকা তুরাগ থানার বাউনিয়া এলাকা থেকে সোমবার (২৬ ফেব্রুয়ারী) দিবাগত রাত ১১ টার দিকে অভিযান চালিয়ে তাকে গ্রেফতার করেন।

গাংনী থানার উপপরিদর্শক (এসআই) জহির রায়হান, এসআই সুফল কুমার ও এএসআই মাহাবুব হাসান ও সঙ্গীয় ফোর্স অংশ নেন।

গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) তাজুল ইসলাম এই তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

ফয়সাল হোসেন ওরফে প্যাডি গাংনী পৌরসভার শিশিরপাড়া গ্রামের মাহাতাব আলীর ছেলে।

ফয়সাল হোসেন প্যাডির বিরুদ্ধে দৈনিক বণিক বার্তার বিজ্ঞাপন বিভাগের সহকারী ব্যবস্থাপক জাহাঙ্গীর আলম কাওছার, কক্সবাজারের আলামিন হত্যা মামলাসহ একটি অস্ত্র আইনে ও বিস্ফোরক এবং ছিনতাই মামলা আদালতে রয়েছে। হত্যা মামলা দুটিতে তাকে মৃত্যদণ্ড দিয়েছে আদালত।

জানা গেছে, দৈনিক বণিক বার্তার বিজ্ঞাপন বিভাগের সহকারী ব্যবস্থাপক জাহাঙ্গীর আলম কাওছার (৩৮) ২০১৫ সালের ১৫ সেপ্টেম্বর সকালে বাসা থেকে বের হন। এরপর থেকে তার মোবাইলফোন বন্ধ ছিল। জাহাঙ্গীরের স্ত্রী রোকসানা পারভীন ওই দিন তেজগাঁও থানায় একটি সাধারণ ডায়েরি (জিডি) করেন।
জাহাঙ্গীরের খবর জানতে একাধিক বার ফয়সালের সঙ্গে কথা বলে জাহাঙ্গীরের পরিবার। কিন্তু ফয়সাল তাদের বলেন, তিনি কিছুই জানেন

না। পরে রাজধানীর খিলক্ষেত নামাপাড়ার ২১১/১-এ নম্বর বাড়ির পাঁচতলার একটি মেসে সুটকেসের ভেতর থেকে জাহাঙ্গীরের অর্ধগলিত লাশ উদ্ধার করেন পুলিশ।

এ ঘটনায় নিহত জাহাঙ্গীরের স্ত্রী রোকসানা পারভীন বাদি হয়ে ওই বছরের ১৮ সেপ্টেম্বর খিলক্ষেত থানায় হত্যা মামলা করেন। মামলাটি তদন্ত করে ২০১৬ সালের ২২ ফেব্রুয়ারি আদালতে চার্জশিট দাখিল করেন তদন্ত কর্মকর্তা খিলক্ষেত থানার এসআই আব্দুল জলিল। ওই বছরের ২৫ মে আসামিদের বিরুদ্ধে চার্জগঠন করেন আদালত। মামলাটির বিচার চলাকালে আদালত ১২ জনের সাক্ষ্য গ্রহণ করেন।

২০২১ সালে রোববার (২ফেব্রুয়ারি) ঢাকার ৭ম অতিরিক্ত মহানগর দায়রা জজ আদালতের বিচারক তেহসিন ইফতেখান এই রায় ঘোষণা করেন। রায়ে জাহাঙ্গীর আলমের খালাতো ভাই এইচএম ফয়সাল ওরফে প্যাডিকে মৃত্যুদণ্ড এবং অপর তিন আসামি নাজমুল হাসান ওরফে রাকিব, রায়হান হাসান সারোয়ার ও ফাহিম হাসান খানকে যাবজ্জীবন দেন।

এসময় প্রধান আসামি মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত প্যাডি পলাতক ছিলেন। সেসময় আদালত তার বিরুদ্ধে সাজা পরোয়ানাসহ গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করেন। রায় ঘোষণার সময় যাবজ্জীবন দণ্ডপ্রাপ্ত তিন আসামি আদালতে উপস্থিত ছিলেন। পরে সাজা পরোয়ানা দিয়ে তাদের কারাগারে পাঠানো হয়।

গাংনী থানার উপপরিদর্শক জহির রায়হান জানান, ফয়সাল হোসেন ওরফে প্যাডি তুরাগ এলাকায় রুবেল হোসেন পরিচয় সাড়ে চার বছর আগে বিয়ে করে বসবাস করছিলেন।

আজ মঙ্গলবার (২৭ ফেব্রুয়ারি) দুপুরে দিকে আদালতে নেওয়া হয়েছে তাকে।

সন্ধান চাই

নাম: ওবাইদুল, বাবার নাম: আয়ুব, মায়ের নাম: নিসারন, সে মানষিক প্রতিবন্ধী। জিজ্ঞেস করলে বলছে চারটি বড় ভাই ও তিনটি বোন আছে

আমার, বাবা মাঠে কাজ করে, বাড়ি চুকনগর, ডুমুরিয়া খুলনা। মেহেরপুর আমদহ পূর্বপাড়ায় মৃত লাল মহাম্মদ বিশ্বাসের ছেলে ফয়েজ বিশ্বাসের আশ্রমে ৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ থেকে বর্তমানে অবস্থান করছে। কোন ব্যক্তি যদি চিনে থাকেন/ওনার পরিবারের সন্ধান যদি কারো জানা থাকে তাহলে ফয়েজ বিশ্বাস মোবা: ০১৯১৮-৮৬৬৯৩৪ তে যোগাযোগ করতে বলা হলো।

মুজিবনগরে ফেনসিডিলসহ দুই মাদক কারবারী আটক

৪৪ বোতল ভারতীয় ফেনসিডিলসহ দুই মাদক কারবারীকে আটক করেছে মুজিবনগর থানা পুলিশ। মঙ্গলবার (২৭ ফেব্রুয়ারি) সকালের দিকে মুজিবনগর উপজেলার আনন্দবাস গ্রামের ডোবাপাড়া এলাকায় মুজিবনগর থানা পুলিশের অভিযান চালিয়ে ফেনসিডিলসহ দুই মাদককারবারীকে আটক করা হয়।

আটকরা হলেন, মুজিবনগর উপজেলার আনন্দবাস গ্রামের খোকা শেখের ছেলে জাহাঙ্গীর শেখ (৪০) ও একই গ্রামের পূর্বপাড়ার আসান খার ছেলে কাদের খা (৩৫)।

মুজিবনগর থানার উপপরিদর্শক (এসআই) বিপ্লব কুমার হালদারের নেতৃত্বে পুলিশের একটি টিম গোপন সংবাদের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে তাদের আটক করেন। মুজিবনগর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) উজ্জ্বল দত্ত এই তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

তিনি জানান, ভারত থেকে চোরাই পথে মাদকের একটি চালান পাচার হচ্ছে এমন সংবাদ পেয়ে পুলিশের একটি টিম সেখানে অভিযান চালান। সন্দেহভাজন দুজনকে দেখে তাদের চ্যালেঞ্জের এক পর্যায়ে সাদা প্লাস্টিকের দুটি ব্যাগের ভিতর থেকে ৪৪ বোতল ফেনসিডিল উদ্ধার করা হয়।

ফেনসিডিল উদ্ধারের ঘটনায় মাদক দ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে একটা নিয়মিত মামলা দায়ের করা হয়েছে। আজ মঙ্গলবার সকাল ১১ টার দিকে ধৃত

আসামিদের আদালতে প্রেরণ করা হয়েছে।

গাংনীতে দি হাঙ্গার প্রজেক্টের উদ্যোগে অভিজ্ঞতা ও শেয়ারিং সভা অনুষ্ঠিত

গাংনীতে দি হাঙ্গার প্রজেক্টের বিভিন্ন প্রকল্প ও কাজ সরেজমিনে দেখার জন্য পরিদর্শন ও অভিজ্ঞতা শেয়ারিং সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। গতকাল রবিবার সকাল ১১ টার সময় উপজেলা পরিষদ সম্মেলন কক্ষে এ সভা অনুষ্ঠিত হয়।

উপজেলা স্বেচ্ছাসেবক ফোরামের সাধারণ সম্পাদক এ এস এম আবু সায়েম পল্টুর সভাপতিত্বে উপস্থিত ছিলেন দি হাঙ্গার প্রজেক্টের গ্লোবাল প্রেসিডেন্ট টীম প্রিউইট, দি হাঙ্গার প্রজেক্টের কান্ট্রি ডিরেক্টর ড. বদিউল আলম মজুমদার, গ্লোবাল ফিনান্স এন্ড এডমিন জেথ্রো ক্লিবেউকার, ডেপুটি প্রোগ্রাম ডিরেক্টর ড. নাজমুন নাহার, গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসার প্রীতম সাহাা, গাংনী থানা অফিসার ইনচার্জ তাজুল ইসলাম, দি হাঙ্গার প্রজেক্টের যশোর রিজিওনের আঞ্চলিক সমন্বয়কারী খোরশেদ আলম, কাজিপুর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান আলম হোসাইন, ধানখোলা ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান আব্দুর রাজ্জাক, বামুন্দী ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ওবায়দুর রহমান কমল, নাগরিক কমিটির সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা মোজাম্মেল হক সুজনের সাবেক জেলা সম্পাদক সৈয়দ জাকির হোসেন, নাগরিক কমিটির সাধারণ সম্পাদক ও পিএসজি গাংনীর কোর্ডিনেটর সাংবাদিক রফিকুল আলম বকুলসহ সরকারি বিভিন্ন দপ্তরের কর্মকর্তা, বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক ও দি হাঙ্গার প্রজেক্টের বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

দি হাঙ্গার প্রজেক্টের সহযোগিতায় মাঠ পর্যায়ের কর্মীরা তাদের বিভিন্ন সফলতা ও সামাজিক ভাল কাজের কথা তুলে ধরেন। স্বাস্থ্য, শিক্ষা স্যানিটেশন, বাল্য বিবাহ মুক্ত করা গর্ভবতী নারীর পুষ্টি ও স্বাস্থ্য সেবা, করোনাকালীন বিভিন্ন পদক্ষেপের কথা উল্লেখ

করেন গাংনীকে উন্নত গাংনী গড়ে তোলার জন্য ও সরকারের বিভিন্ন নীতি বাস্তবায়নে বেসরকারি অংশীদার হিসেবে দি হাঙ্গার প্রজেক্ট কাজ করে থাকে। দি হাঙ্গার প্রজেক্টের কর্মীরা নিজেরা কিভাবে স্বাবলম্বী হয়েছে ও মানুষকে স্বাবলম্বী করে গড়ে তুলেছে তা তুলে ধরা হয় শেয়ারিং সভায়। বিদেশি ডেলিগেটূদের পেয়ে কর্মীরা ছিল উচ্ছ্বসিত ও প্রানবন্ত। দি হাঙ্গার প্রজেক্টের গ্লোবাল প্রেসিডেন্ট টীম প্রিউইট দি হাঙ্গার প্রজেক্টের কর্মীদের সফলতার গল্প শুনে অভিভূত হয়েছেন। তিনি বিশ্বে তাদের সফলতার গল্প ছড়িয়ে দেয়ার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন।

গাংনীতে মসজিদে নামাজ পড়ানো নিয়ে সংঘর্ষে আহত-১০

পবিত্র শবে বরাতের রাতে ইমামের অনুপস্থিতিতে মসজিদে এশার নামাজ পড়ানোকে কেন্দ্র করে সৃষ্ট সংঘর্ষে উভয় পক্ষের অন্তত ১০ জন আহত হয়েছেন।গাংনী উপজেলার হিজলবাড়িয়া উত্তরপাড়া জামে মসজিদের সামনে রবিবার (২৫ ফেব্রুয়ারি) দিবাগত রাত ৯ টার দিকে এই সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে।

আহতদের মধ্যে হিজলবাড়িয়া গ্রামের মুমরেজের ছেলে বাদশা মিয়া (৬০), সিরাজুল ইসলাম(৫০), মৃতু আব্দুর রহমানের ছেলে নবিছদ্দীন (৫০) কে গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করা হয়েছে। বাকিরা স্থানীয়ভাবে গ্রাম্য চিকিৎসকের কাছে চিকিৎসা নিয়েছেন।

মসজিদের কয়েকজন মুসল্লী নাম প্রকাশ না করার শর্তে জানান, মসজিদের পেশ ইমাম মুফতি মাওলানা মোহাম্মদ আজমাইন হোসেন পাশের গ্রামে মিলাদ পড়তে যাওয়ায় অনুপস্থিত ছিলেন। যে কারনে সবার সিদ্ধান্ত মোতাবেক মুসল্লীদের মধ্যে থেকে মাহফুজ আলম নামের একজন ইমামতি করেন। নামাজ শেষে নজরুল ইসলাম নামের অপর এক মুসল্লী মসজিদের বাইরে এসে নামাজ নিয়ে প্রশ্ন তুলে বলেন নামাজ পড়ানো হয়নি। এনিয়ে মুসল্লীদের মধ্যে দুই ভাগ হয়ে একে অপরের সাথে বাকবিতন্ডায় লিপ্ত হয়। বাকবিতন্ডার এক পর্যায়ে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়। এসময় উভয় পক্ষই

লাঠিসোটা নিয়ে সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়লে উভয় পক্ষের অন্তত ১০ জন আহত হন।

খবর পেয়ে গাংনী থানা পুলিশের একটি টিম ঘটনাস্থলে পৌছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে নেন। মসজিদ কমিটির সভাপতি তোফাজ্জল হোসেন জানান, মসজিদের ইমাম সাহেব ছুটি নিয়ে পাশের গ্রামে মিলাদ পড়াতে যাওয়ায় মাহফুজ আলমকে ইমামতির দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। এখানে সমস্যা হওয়ার কথা না।

গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) তাজুল ইসলাম এই তথ্য নিশ্চিত করেছেন। তিনি বলেন, বর্তমানে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। তবে এখন পর্যন্ত কেউ লিখিত অভিযোগ দেইনি। লিখিত অভিযোগ দিলে আইনগত ব্যবস্থা নেয়া হবে।

গাংনীতে র্যাবের অভিযানে ইয়াবাসহ যুবক আটক

র্যাপিড এ্যাকশন ব্যাটালিয়ন (র্যাব-১২) অভিযান চালিয়ে ৫০ পিচ ইয়াবাসহ মোঃ মোকলেছুর রহমান(২৬) নামের এক যুবককে আটক করেছে। আটক মোকলেছুর রহমান চুয়াডাঙ্গা জেলার আলমডাঙ্গা উপজেলার বড়বোয়ালিয়া গ্রামের মৃত আব্দুল মান্নানের ছেলে।

রবিবার (২৫ ফেব্রুয়ারী) সন্ধ্যায় গাংনী উপজেলার আমতৈল বাজারে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে তাকে ইয়াবাসহ আটক করা হয়।

র্যাব-১২ এর সিপিসি-৩, মেহেরপুরের কোম্পানীর কমান্ডার এএসপি মোঃ মনিরুজ্জামানের নেতৃতে র্যাবের একটি দল অভিযানে অংশ নেন। র্যাব কমান্ডার এএসপি মোঃ মনিরুজ্জামান জানান, ধৃত মোঃ মোকলেছুর রহমানকে জিজ্ঞাসাবাদে স্বীকার করে একই এলাকার রমজান আলীর ছেলে
মোঃ আশরাফ আলী (২৭)সহ যোগসাজশে দীর্ঘ দিন মাদকদ্রব্য বিক্রি করে আসছিলেন।

ধৃত এবং পলাতক আসামীর বিরুদ্ধে গাংনী থানায় ২০১৮ সালের মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনের ৩৬(১) সারণির ১০(ক)/৪১ ধারায় নিয়মিত মামলা রুজু করা হয়েছে। আসামি মকলেছুর রহমানকে গাংনী থানায় সোপর্দ করা হয়েছে। পলাতক আশরাফ আলীকে গ্রেফতারের চেষ্টা চলছে।

গাংনীর দুটি মাঠে কলা ও তামাক ক্ষেত কর্তণ, কৃষকদের মাঝে আতঙ্ক

গাংনী উপজেলার বালিয়াঘাট মাঠে ১৭ বিঘা জমির কলা গাছ কর্তণ ও চোখতোলা মাঠে কৃষকের প্রায় দুই বিঘা জমির তামাক কর্তনের ঘটনায় কৃষকদের মাঝে আতংক ছড়িয়ে পড়েছে।

মাঠের উঠতি ফসল নিয়ে চিন্তিত হয়ে পড়েছেন কৃষকরা। ফসল কর্তনের ঘটনায় থানায় লিখিত অভিযোগ দিলেও এখন পর্যন্ত পুলিশের কোনো পদক্ষেপ না দেখতে পেয়ে হতাশা ও ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন ভুক্তভোগী কৃষকরা।

তবে পুলিশের কর্মকর্তা বলছেন তদন্ত চলছে। জানা গেছে, কুষ্টিয়ার দৌলতপুর উপজেলার বোয়ালিয়া ইউনিয়নের ১২ নং ওয়ার্ডের সাবেক ইউপি সদস্য(মেম্বর) মোঃ রহিদুল ইসলাম গাংনী উপজেলার বালিয়াঘাট মধ্যাপাড়ার মাঠে অন্যের জমি বর্গা নিয়ে লোন, ধার ও সুদের উপর টাকা নিয়ে ১৭ বিঘা জমিতে কলার চাষ করেন।

প্রায় এক মাসে আগে রাতের আঁধারে ৬ বিঘা জমির কলা গাছ কেটে তসরুপাত করে দুর্বৃত্তরা। এক মাস পরে গত বৃহস্পতিবার দিবাগত রাতের কোনো এক সময় একই মাঠে আবারও তার ১১ বিঘা জমির কলা গাছ কেটে তসরুপ করে। ১৭ বিঘা জমির কলা গাছ কেটে দেওয়ায় আনুমানিক ২০ লক্ষাধিক টাকার ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে দাবি এই কৃষকের।

কৃষক রহিদুল ইসলাম বলেন, গাংনী থানা পুলিশ প্রশাসনের কাছে আমি যাচ্ছি পুলিশ কিছুই করছেনা।প্রথম যখন ৬ বিঘা জমির কলাগাছ

কাটে।তখন থানায় গেছি দুইদিন। স্থানীয় ভবানীপুর পুলিশ ক্যাম্পে গেছি একাধিক বার। অভিযোগ করেছি। কিন্তু অভিযোগের ফলাফল কিছুই পাইনি। অভিযোগ দেওয়ার পর পুলিশ দুই দিনই এসেছে। তারা আশ্বাস দিয়েছিলো সুষ্ঠু বিচার হবে। শুধু আশ্বাসই দিয়েছে ফল আমি পাইনি।

এই বিষয়ে পুলিশের কোনো পদক্ষেপ না পেয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করে কলা চাষী রহিদুল ইসলামের চাচাত ভাই জামান আলী বলেন, ৬ বিঘা জমির কলা ক্ষেত কর্তণের পরে আমরা বিচার চেয়েছি পাইনি। এই ১১ বিঘা জমির কলা গাছ কর্তনের কি বিচার পাবো, প্রশ্ন করেন তিনি।

তিনি বলেন, আমাদের তো প্রশাসন ছাড়া যাওয়ার আর কোনো যায়গা নেই। আমরা বারবার প্রশাসনের কাছে বিচারের জন্য গেছি। কিন্তু সেখানে গিয়ে ব্যার্থ হয়েছি। প্রথম দফায় প্রশাসন পদক্ষেপ নিলে দ্বিতীয় দফায় এই ১১ বিঘা জমির কলা ক্ষেতের ক্ষতিটা হতো না।

স্থানীয় কৃষক সাজাহান আলী বলেন, গত মাসে আমারও এক বিঘা জমির কলা গাছ কেটে দিয়েছে দুর্বৃত্তরা। এখন অন্য কৃষকদের ফসল কেটে দেই কিনা সেই শঙ্কায় আছে এখানকার কৃষক। যারা এই কাজ করেছে তাদেরকে সনাক্ত করে দ্রুত আইনের আওতায় এনে সর্বোচ্চ শাস্তি দাবি করেন এই কৃষক।তিনি আরও বলেন, এর আগের ঘটনায় প্রশাসন কোনো দূর্বৃত্তদের ধরতে না পারায় আমরা হতাশ।

মোঃ রহিদুল ইসলামের চাচাতো ভাই জামান আলী বলেন, এর আগে কলা গাছ কেটে তছরুপাত করেছিল সে বিষয়ে অভিযোগ দিয়েছিলাম প্রশাসনের নিকট কিন্তু প্রশাসনের নিকট থেকে আশানুরূপ কোন ফলাফল আমরা পাইনি।প্রশাসনে এখন পর্যন্ত কাউকে গ্রেফতার করতে পারেনি এতে আমরা হতাশ।আবারো ১২ বিঘা জমির কলা গাছ কেটে তছরুপাত করেছে।আমরা কার কাছে যাব কার কাছে গেলে বিচার পাব আমাদের বুকে তো মাটি ঠেকে গেছে।

বামন্দী ইউপি চেয়ারম্যান ওবায়দুর রহমান কমল জানান, ফসলের ওপরে শত্রুতা কোনোভাবে মানা যায়না। দুর্বৃত্তদের সনাক্ত করে আইনের আওতায় এনে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানান তিনি।

এদিকে শনিবার দিবাগত রাতের কোনো এক সময় একই উপজেলার সাহারবাটি ইউনিয়নের চোখতোলা মাঠে ধর্মচাকি গ্রামের ফজলুল হকের দেড় বিঘা ও রিপন আলীর ১৪ কাঠা জমির উঠতি তামাক ক্ষেত কর্তন করেছে দুর্বৃত্তরা।

এতে ফজলুল হক ও রিপন আলীর প্রায় ৪ লাখ টাকার ক্ষতি হয়েছে বলে জানান তারা। এঘটনায় ধর্মচাকি গ্রামের তিনজনকে বিবাদী করে গাংনী থানায় একটি অভিযোগ দায়ের করেন ফজলুল হক। আসামিরা হলেন, ওই গৈামের মৃত হারুন অর রশিদের ছেলে আব্দুল কাদের, মৃত ফাকের আলীর ছেলে আব্দুল কুদ্দস ও মৃত ইয়াছিন আলীর ছেলে মঙ্গল আলী।

এসব বিষয় গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) তাজুল ইসলাম সাংবাদিকদের জানান, মানুষের সাথে মানুষের শত্রুতা থাকতে পারে। এজন্য ফসলের ক্ষেত বিনষ্ট করতে হবে। এটা খুবই দু:খজনক। মাঠে ঘটনাগুলো ঘটছে, যেখানে পুলিশের ডিউটি সম্ভব নয়। এছাড়া কৃষকরাও পাহারা দিতে পারেনা।

ইতোপূর্বে ফসল কর্তণের ঘটনায় মামলা নেওয়া হয়েছে। সে মামলা তদন্ত চলছে। পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছে। তবে তারা কারো বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করেননি। অভিযোগ দায়ের করলে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। ঘটনার সাথে জড়িতদের সনাক্তকরণে আমরা চেষ্টা করছি।

গাংনীতে তামাক ক্ষেত কর্তণ, তিনজনের বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ

গাংনী উপজেলার সাহারবাটি ইউনিয়নের চোখতোলা মাঠে দুই কৃষকের প্রায় দুই বিঘা জমির উঠতি তামাক ক্ষেত কর্তণ করেছে দুর্বৃত্তরা। এতে দুই কৃষকের প্রায় চার লক্ষাধিক টাকার ক্ষতি হয়েছে বলে অভিযোগ করেন দুই কৃষক।

গতকাল শনিবার দিবাগত রাতের কোনো এক সময় একই উপজেলার সাহারবাটি ইউনিয়নের চোখতোলা মাঠে এই তামাক কর্তণের ঘটনা ঘটেছে।
জানা গেছে, ধর্মচাকি গ্রামের কৃষক ফজলুল হকের দেড় বিঘা ও রিপন আলীর ১৪ কাঠা জমির উঠতি তামাক ক্ষেত কর্তন করেছে দুর্বৃত্তরা। এতে ফজলুল হক ও রিপন আলীর প্রায় ৪ লাখ টাকার ক্ষতি হয়েছে বলে জানান তারা।

এঘটনায় ধর্মচাকি গ্রামের তিন জনকে বিবাদী করে গাংনী থানায় একটি অভিযোগ দায়ের করেন ফজলুল হক। গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) তাজুল ইসলাম এই তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

আসামিরা হলেন, ওই গ্রামের মৃত হারুন অর রশিদের ছেলে আব্দুল কাদের, মৃত ফাকের আলীর ছেলে আব্দুল কুদ্দস ও মৃত ইয়াছিন আলীর ছেলে মঙ্গল আলী।

গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) তাজুল ইসলাম জানান, মানুষের সাথে মানুষের শত্রুতা থাকতে পারে। এজন্য ফসলের ক্ষেত বিনষ্ট করতে হবে। এটা খুবই দু:খজনক। মাঠে ঘটনাগুলো ঘটছে, যেখানে পুলিশের ডিউটি সম্ভব নয়। এছাড়া কৃষকরাও পাহারা দিতে পারেনা। ইতোপূর্বে ফসল কর্তণের ঘটনায় মামলা নেওয়া হয়েছে। সে মামলা তদন্ত চলছে। পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শন।

মেহেরপুর সরকারি কলেজের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা

মেহেরপুর সরকারি কলেজে বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছে।

রবিবার (২৫ ফেব্রুয়ারি) সকালে মেহেরপুর সরকারি কলেজের খেলার মাঠে এ বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়।

বার্ষিক ক্রীড়া উপ-কমিটির আহবায়ক মোঃ খেদমত আলী মালিথার সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে ক্রিয়া প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করেন মেহেরপুর সরকারি কলেজের অধ্যক্ষ প্রফেসর ড.এ.কে.এম নজরুল কবীর।

এছাড়াও এসময় শিক্ষক পরিষদের সাধারণ সম্পাদক আব্দুল্লাহ আল আমিন, প্রফেসর খুরশিদ আলম,ফুয়াদ খান,মেহেরুন ডলি,আলমগীর হোসেন,এ.এইচ.এম রাশিদুল হকসহ প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

মেহেরপুর সরকারি কলেজে মোট ১১ টি ক্রিয়া প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত

হয়।এর মধ্যে ১০০ মিটার দৌড়,২০০ মিটার দৌড়, ১৫০০ মিটার দৌড়, লৌহ গোলক নিক্ষেপ, বর্ষা নিক্ষেপ, দীর্ঘ লম্ফ, পিলো পাসিং,ও যেমন খুশি তেমন সাজো।

এর আগে জাতীয় পতাকা,কলেজ পতাকা ও ক্রিয়া পতাকা উত্তোলন করে করা হয়। এবং শপথ গ্রহণ,কবুতর অবমুক্তকরণ ও প্রজ্বলিত মশাল নিয়ে মাঠ প্রদক্ষিণ করে বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করা হয়।